

মাধ্যমিকের ফল-পাসের হার ৪৭.৯৬ শতাংশ

স্টাফ রিপোর্টার ৷ চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। পাঁচটি বোর্ডের অধীনে সারা দেশে এবার পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে মোট সাত লাখ ২২ হাজার তিন শ' ছাত্রছাত্রী। এদের মধ্যে কৃতকার্য হয়েছে তিন লাখ ৪৬ হাজার চার শ' ৩৫ জন। পাসের হার ৪৭.৯৬ শতাংশ।

সম্মিলিত মেধা তালিকা পৃষ্ঠা ৩ ও ১১

চলতি বছরের এপ্রিল-মে মাসে বিভিন্ন প্রশাসনের মাধ্যমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাজশাহী ও যশোর এই পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

পরীক্ষা শেষের আড়াই মাসের মধ্যে গতকাল রবিবার একযোগে পাঁচ বোর্ডের ফল প্রকাশ করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী গতকালই আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফল প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে পাঁচ বোর্ডের চেয়ারম্যানগণও ছিলেন। ছাত্রছাত্রীদের নিজ নিজ ফল জানার সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট সকল বিদ্যালয়েই রেজাল্টশীট পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। গতকাল রবিবার দুপুর থেকেই তাই প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের প্রচণ্ড ভিড় লক্ষ্য করা গেছে।

পাঁচ বোর্ড মিলিয়ে এবার এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল মোট সাত লাখ ২২ হাজার তিন শ' ছাত্রছাত্রী। ফরম ফিলাপ অবশ্য করেছিল আরও বেশি—সাত লাখ ৪৮ হাজার

আট শ' ৯৮ জন। বোর্ডওয়ারী পাসের হার সবচেয়ে বেশি কুমিল্লায়—৫২ দশমিক ৮৭ শতাংশ। অন্যান্য বোর্ডের পাসের

কুমিল্লা বোর্ডের ফল সবচেয়ে ভাল

হার—ঢাকাতে শতকরা ৫১ দশমিক ১৭ ভাগ, রাজশাহীতে ৪৮ দশমিক ৩২ ভাগ, যশোরে ৪৪ দশমিক ৬৩ ভাগ এবং

চট্টগ্রামে ৩৩ দশমিক ২৩ ভাগ। পাঁচ বোর্ড মিলিয়ে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল তিন লাখ সাত হাজার আট শ' ৬০ জন। এটি মোট অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর ৪২ দশমিক ৬২ শতাংশ। মেয়েদের রেজাল্টও ছাত্রদের তুলনায় খারাপ হয়েছে। সব মিলিয়ে ছাত্রদের পাসের হার যেখানে ৫০ দশমিক শতাংশ ৪ শতাংশ, সেখানে ছাত্রীদের পাসের হার ৪৫ দশমিক ১৫ শতাংশ। এসএসসি পরীক্ষার প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, কৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পেয়েছে দ্বিতীয় বিভাগ, মোট এক লাখ ৯০ হাজার এক শ' ৬২ জন। এটি মোট

(২-পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেবুল)

মাধ্যমিকের ফল

প্রথম পাতার পর। অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের শতকরা ২৬ দশমিক ৩২ ভাগ। এর পরেই রয়েছে প্রথম বিভাগ প্রাপ্তদের সংখ্যা—এক লাখ ৯৩ হাজার পাঁচ শ' ৭৯ জন। অংশগ্রহণকারীদের ২১ দশমিক ২৬ শতাংশ। সারা দেশে তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে সর্বমোট মাত্র দু'হাজার ছয় শ' ৯৪ জন। শতকরা হিসাবে শূন্য দশমিক ৩৭ ভাগ। উল্লেখ্য, এবারের এসএসসি পরীক্ষা নতুন ও পুরনো এই দুই সিলেবাসের অধীনেই হয়েছে। পুরনো সিলেবাসের পরীক্ষার্থীদের জন্য এবারই ছিল শেষ সুযোগ। আগামী বছর থেকে কেবলমাত্র নতুন সিলেবাসের অধীনেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পুরনো সিলেবাসের যে সকল পরীক্ষার্থী এবারও অকৃতকার্য হয়েছে, আবার পরীক্ষায় অংশ নিতে চাইলে তাদেরকে নতুন করে নবম শ্রেণী থেকে শুরু করতে হবে। বোর্ডগুলোর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, প্রকাশিত ফলাফলে কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে অবশ্যই তা ফল প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর লিখিতভাবে জানাতে হবে।

পাঁচ বোর্ডের প্রথম পাঁচ

পাঁচ বোর্ডে বিভিন্ন বিভাগে যারা প্রথম হয়েছে তাদের নাম প্রাপ্তনম্বর ও স্কুলের নাম—

ঢাকা বোর্ড

বিজ্ঞান বিভাগ : প্রথম- সাজিয়া সাদেক প্রাপ্তনম্বর ৯৫৫, ডিখারুননিসা নূন স্কুল। মানবিক বিভাগ : প্রথম- জুবানা আজিজ প্রাপ্তনম্বর ৮৬৩, ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ। বাণিজ্য বিভাগ : প্রথম মোহাম্মদ মাহফুজুল হক প্রাপ্ত নম্বর ৮৯৩, আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ।

রাজশাহী বোর্ড

বিজ্ঞান বিভাগ : প্রথম- চৌধুরী শরীফ হাসান প্রাপ্তনম্বর ৯৫৯ (সবচেয়ে বেশি নম্বর) সরকারী ল্যাবরেটরী হাইস্কুল রাজশাহী। মানবিক বিভাগ : প্রথম- মোঃ আল মামুন প্রাপ্তনম্বর ৮৬৮, বগুড়া জেলা স্কুল। বাণিজ্য বিভাগ : প্রথম- মোঃ ফয়সাল কবীর প্রাপ্তনম্বর ৮৯৭, বগুড়া, ক্যানটনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ।

যশোর বোর্ড

বিজ্ঞান-বিভাগ : প্রথম- মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আনোয়ার প্রাপ্তনম্বর ৯৪৫, বরিশাল ক্যাডেট কলেজ। মানবিক বিভাগ : প্রথম- মোহাম্মদ নাজমুল হাসান রাজিব প্রাপ্তনম্বর ৮৭৫, বরিশাল ক্যাডেট কলেজ। বাণিজ্য বিভাগ : প্রথম- রজন কুমার মিত্র প্রাপ্তনম্বর ৮৮৮, পটুয়াখালী সরকারী জুবিলী হাইস্কুল।

কুমিল্লা বোর্ড

বিজ্ঞান বিভাগ : প্রথম- তৌহিদ সরোয়ার প্রাপ্ত নম্বর ৯২৭, সিলেট ক্যাডেট কলেজ। মানবিক বিভাগ : প্রথম রাজীব আহমেদ চৌধুরী প্রাপ্তনম্বর ৮৫৭, কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ। বাণিজ্য বিভাগ : প্রথম- মোঃ সাইফুল আলম প্রাপ্তনম্বর ৮৬৬, ভবানীগঞ্জ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়।

চট্টগ্রাম বোর্ড

বিজ্ঞান বিভাগ : প্রথম- দেবজানি বড়ুয়া প্রাপ্তনম্বর ৯৩৫, ডাঃ খাসতগীর সরকারী গার্লস হাইস্কুল। মানবিক বিভাগ : প্রথম- নিশাত সুলতানা প্রাপ্তনম্বর ৮৫৬, নৌবাহিনী হাইস্কুল। বাণিজ্য বিভাগ : প্রথম- মনোয়ারা বেগম প্রাপ্তনম্বর ৮৬২, অম্রাবাদ সরকারী কলোনী হাইস্কুল।